NOV. 15 2001

দৈনিক সংবাদ

পৃঃ ৬ কলাম ... ২ ...

চরদখলের কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় দখল

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে রদ-বদলের নামে পছন্দের লোকদের নিয়োগ আর অপছন্দের লোকদের অপসারণ প্রক্রিয়া চলছে। এই নিয়োগ-অপসারণ প্রক্রিয়ার খাঁড়া এবার দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নেমে এসেছে। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটানো হয়। বিশ্ববিদ্যালসমূহের চ্যান্সেলরের নামে জারি করা আদেশে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদের অপসারণ করে নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অধ্যাপিকা জিন্নাতুননেসা তাহমিদা বেগমকে উপ-উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে উপাচার্য পদ থেকে অধ্যাপক এ.কে আজাদ চৌধুরী ও উপ-উপাচার্য পদ থেকে অধ্যাপক মো. শাহাদত আলীকে অপসারণ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবদুল বায়েসকে অপসারণ করে অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমদকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাইদুর রহমান খানকে অপসারণ করে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানকে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফকে অব্যাহতি দিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শামসুদ্দীনকে উপ-উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক খায়রুল হোসেনকে অব্যাহতি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক খলিলুর রহমানকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসিকে তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সরিয়ে দেয়া হলো। সরকার কেন মেয়াদপূর্তির আগেই স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভিসি, প্রো-ভিসিদের তড়িঘড়ি করে সরিয়ে দিল তা বোধগম্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিদায়ী ভিসি, প্রো-ভিসিদের অব্যাহতিপত্র পর্যন্ত পৌছানো হয়নি; তার আগেই রাতের বেলা নতুন ভিসি-প্রো-ভিসিরা দায়িত্ব 'বুঝে' নিয়েছেন। এ তাড়াহুড়ার কারণ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তাব্যক্তিরাই ভাল বলতে পারবেন। আমরা এ 'নাটকীয়তার' যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

অবশ্য বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে রদবদলের জন্য বিএনপি ও জামাত সমর্থক শিক্ষক নেতারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এ চাপের মুখেই সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষপদে এ রদবদলের ঘোষণা দেয়া হলো। সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিএনপি ও জামাতের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত শিক্ষকদের। এক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে এমনটি বলা যাবে না।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার জন্য বিশেষ অধ্যাদেশ রয়েছে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী। অথচ ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্টের ১৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি, প্রো-ভিসিদের অপসারণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ প্রমাণ হওয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ব্যতীত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত সব ধরনের নিয়ম-নীতি পদদলিত করে একশ' বছরের পুরনো একটি ব্রিটিশ আইন দিয়ে তাদের অব্যাহতি প্রদান করাটা নিঃসন্দেহে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। এই কু-দৃষ্টান্ত বহুদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করে রাখবে।

নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে নির্বাচনের মাধ্যমে ভিসি প্যানেল তৈরি হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্যানেল থেকে ভিসি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠায়। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভিসি ও প্রো-ভিসি নিয়োগ দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হলো না। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করা না হলে কিভাবে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে? এ সিদ্ধান্ত কি স্বেচ্ছাচারের নামান্তর নয়? এ ধরনের কাজ জাতির জন্য মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। জাতির বিবেক বলে পরিচিত বিদায়ী রাষ্ট্রপতি কি করে এ ধরনের একটি আদেশে স্বাক্ষর করলেন সেটাও একটা প্রশ্ন। দু'তিনদিন দেরি করলেই তো নতুন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপতি কাজটি করতে পারতেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আবারও জাতিকে হতাশ করলেন।